Bank Exam Batch
Exam-45

1. Who is the first woman Everest winner of Bangladesh?

a. Nishat Majumdar*
b. Shirin Sultana
c. Tanzina Nishat
d. Wasfia Nazreen

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এভারেস্ট জয়ী	তারিখ	তথ্য
মুসা ইব্রাহীম, লালমনিরহাট	২৩ মে, ২০১০	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি
এম এ মুহিত, ভোলা	২১ মে, ২০১১	দ্বিতীয় পুরুষ, দ্বিতীয় বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী। দুই বার এভারেস্ট বিজয়ী
নিশাত মজুমদার, লক্ষ্মীপুর	১৯ মে, ২০১২	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী, তৃতীয় বাংলাদেশি
ওয়াসফিয়া নাজরীন, ফেনী	২৬ মে, ২০১২	এভারেস্ট বিজয়ী চতুর্থ বাংলাদেশি ও দ্বিতীয় নারী। একমাত্র সেভেন সামিট জয়কারী বাংলাদেশি

2. Where is the 'genocide museum' located?

a. Dhaka
b. Chittagong
c. Comilla
d. Khulna*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' **অবস্থিত** খুলনায় । এখানে আছে বাঙালির মুক্তি, স্বাধীনতার স্পৃহা আর মুক্তিযুদ্ধকালের সবচেয়ে মর্মন্তুদ পর্বের অসংখ্য নিদর্শন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের উৎসাহে ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনায় এই জাদুঘর যাত্রা শুরু করে।
- শুরুতে ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোডের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়।
- ২০১৫ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নগরের ২৬ সাউথ সেন্ট্রাল রোডের দ্বিতল একটি বাড়ি উপহার দেন। সংস্কারের পর ২০১৬ সালের ২৬ মার্চ সেই বাড়িতে স্থানান্তর হয় জাদুঘরটি।

3. What is the identity of Novera Ahmed?

a. Poet
b. Playwright
c. Vocalist
d. Sculptor*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নভেরা আহমেদ (মার্চ ২৯, ১৯৩৯ -মে ৬, ২০১৫) ছিলেন একজন বাংলাদেশী মহিলা ভাস্কর।
- তিনি বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম অগ্রদূত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাংলাদেশী আধুনিক ভাস্কর।
- ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদক প্রদান করে। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য হলো -মা ও শিশু, ইকারুস, কাউ এন্ড টু ফিগার, কৃষক পরিবার, নারী, শিশু ও পুরুষ ইত্যাদি।

4. Which is the following is the longest beach in the world?

a. Miami
b. Kuakata
c. California
d. Cox's Bazar*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কক্সবাজার হলো বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত ।
- ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স এর নামানুসারে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নামকরণ হয়েছে।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের পূর্বনাম হলো পালংকী।
- বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বইয়ে কক্সবাজারের দৈর্ঘ্য ১৫৫ কি.মি. দেওয়া থাকলেও সঠিক তথ্য হচ্ছে কক্সবাজারের দৈর্ঘ্য ১২০ কি.মি.।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন।

5. Bangladesh Asiatic Society was established-

a. 1955
b.1952*
c.1962
d. 1953

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে "দি এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন– ১৫ জানুয়ারি, ১৭৮৪ সালে। [বাংলাপিডিয়া]
- ভারত বিভাগের পর "পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি।
- বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর এর নামকরণ করা হয়– বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য– উন্নততর গবেষণা, মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ইত্যাদি অনুসন্ধান।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান সভাপতি– অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী।
- এশিয়াটিক সোসাইটি 'বাংলা পিডিয়া' নামের ১০ খণ্ডের এনসাইক্লোপিডিয়া (জ্ঞানকোষ গ্রন্থ) প্রকাশ করে– ২০০৩ সালে।
- বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক ছিলেন– ড. সিরাজুল ইসলাম।
- বাংলাপিডিয়ায় স্থান পেয়েছে– প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমাজ, দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়।
- বাংলাপিডিয়ার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়– ২০২৩ সালে।
- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।

6. Who establishes Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)?

a. Akhtar Hamid Khan*
b. Mawlana Bhashani
c. Abed Khan

d. Mohammed Yunus

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- BARD এর পূর্ণরূপ হলো– Bangladesh Academy for Rural Development।
- BARD প্রতিষ্ঠিত হয়– পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে।
- BARD প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৫৯ সালে (কুমিল্লার কোটবাড়ীতে)।
- BARD প্রতিষ্ঠা করেন– প্রখ্যাত সমাজকর্মী অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান।
- বার্ডকে কুমিল্লার মডেল নামে অভিহিত করা হয়–এর বহুমুখী অবদান ও কার্যকলাপের জন্যে।

7. Where is the 'Uttara Ganobhoban' situated?

a. Rajshahi
b. Naogon
c. Bogra
d.Natore*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উত্তরা গণভবন অবস্থিত নাটোর জেলায়।
- প্রাচীনকালে উত্তরা গণভবন ছিল– দিঘাপাতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান।
- এটি নির্মাণ করেন রাজা দয়ারাম রায় (১৭৪৩ সালে)।
- ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদটি ধ্বংস্তুপে পরিণত হয় ১৮৯৭ সালে।
- ভূমিকম্পের পর রাজপ্রাসাদটি পুনঃনির্মাণ করেন রাজা প্রমদানাথ রায়।
- উত্তরা গণভবনকে গভর্নরের বাসভবন হিসেবে উদ্বোধন করেন গভর্নর মোনায়েম খান (১৯৬৭ সালে)।
- দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ীর নাম 'উত্তরা গণভবন' রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২ সালে)।

8. When the 'Somachar Dorpon' was published?

a. 1818*
b. 1819
c. 1820
d.1821

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র	বেঙ্গল গেজেট (ইংরেজি, ১৭৮০)
বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িকপত্র	দিকদর্শন (এপ্রিল, ১৮১৮)
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার দর্পণ (মে, ১৮১৮)
মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র	সমাচার সভারাজেন্দ্র
বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র	সংবাদ প্রভাকর (১৮৩৯)
ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	ঢাকা প্রকাশ (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)
'ব্রাহ্মসমাজ' এর মুখপত্র	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)
'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর মুখপত্র	শিখা
বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র	রংপুর বার্তাবহ
প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' রীতির প্রচার মাধ্যম	সবুজপত্র
বাংলা সাহিত্যে কথ্য রীতির প্রচলনে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা	সবুজপত্র
ঢাকার 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ' এর মুখপত্র	ক্রান্তি
ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	শিখা, প্রগতি, ক্রান্তি, লোকায়ত, সমকাল
বাংলাদেশে নারীদের প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা	বেগম
কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা	'কালি-কলম', 'কল্লোল'

9. Bangladesh's highest state award 'Independence Day Award' was introduced from which year?

a. 1980
b.1975
c.1977*
d.1987

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক হলো স্বাধীনতা পুরস্কার ।
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান চালু করা হয় ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে।
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রবর্তন করেন জিয়াউর রহমান।
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান শুরু হয় ১৯৭৭ সালে থেকে।
- প্রতি বছর পুরস্কার প্রদান করা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চে।

তথ্যসূত্র: বাংলা পিডিয়া।

10. When did Bangladesh get associate membership of ICC?

a. 1977*
b.1975
c.1979
d.1972

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্যপদ লাভ করে ২৬ জুলাই, ১৯৭৭ সালে।
- বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফিতে প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে, ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আইসিসি ট্রফিতে।
- বাংলাদেশ আই. সি. সি. চ্যাম্পিয়ন হয় ষষ্ঠ আই.সি.সি. টুর্নামেন্টে (মালয়েশিয়ায়; ১৯৯৭ সালে)।
- প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন শফিকুল হক হীরা।
- কেনিয়াকে হারিয়ে বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফি জিতে নেয় ১৯৯৭ সালে।
- ICC চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে (ঢাকায়)।
- বাংলাদেশ ICC চ্যাম্পিয়ন ট্রফিতে সেমি-ফাইনালের সুযোগ পায় ৮ম তম আসরে।

তথ্যসূত্র: ICC ওয়েবসাইট।

iddabari
your success benchmark

11. When did Bangladesh women's cricket team debut in international cricket?

a. 2008
b. 2010
c. 2011
d. 2007*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের অভিষেক ঘটে– জুলাই, ২০০৭ সালে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে।
- অভিষেক ম্যাচে মহিলা ক্রিকেট দল বিজয়ী লাভ করে– দু'টি খেলায় বিজয়ী লাভ থাইল্যান্ডের বিপক্ষে।
- এসিসি মহিলাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ও শিরোপা জয় করে– ২০০৭ সালে।
- মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের প্রতিযোগিতায় ৫ম স্থান অধিকার করে– ২০১১ সালে ।
- বাংলাদেশ নারী ক্রিকট দল একদিনের আন্তর্জাতিকের মর্যাদা লাভ করে– ২৪ নভেম্বর, ২০১১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে।
- ২০১৮ মহিলা টুয়েন্টি- ২০ এশিয়া কাপ বিশ্বকাপ শিরোপা লাভ করে– বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল। এতে ম্যান অব ম্যাচ নির্বাচিত হন ফাহিমা খাতুন।

12. Who is known as the 'son of democracy'?

a. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
b. AK Fazlul Haque
c. Hossain Shahid Suhrawardy*
d. Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন– হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী।
- হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন– বিখ্যাত বাঙালী রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী।
- হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জন্মগ্রহণ করেন– ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯২।
- যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন– হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।
- গণতান্ত্রিক রীতি ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাই সুধী সমাজ কর্তৃক আখ্যায়িত হন– 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' বলে।
- অবিভক্ত বা যুক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হলেন– হোসেন শহিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী।

13. What is the name of the highest mountain in Bangladesh?

a. Garo Hills*
b. Lusai Hill
c. Kyokradong
d. Jubilee

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গারো পাহাড় বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ।
- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গারো পাহাড়ের উচ্চতা ৬১০ মিটার (প্রায়) ।
- গারো পাহাড়ের উচ্চতা ৪৬৫২ ফুট।
- গারো পাহাড়ের মোট আয়তন ৮,১০০ বর্গ কি.মি.।
- গারো পাহাড় মেঘালয়ের গারো খাসিয়া পর্বতমালার অংশ।
- গারো পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গটি নক্রেক নামে পরিচিত।
- গারো পাহাড়ের পাদদেশে গারো নৃগোষ্ঠীরা বসবাস করে।
- তাজিংডং বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত (১২৩১ মি.)।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং।

14. 'Cold water springs' of Bangladesh is located in which district?

a. Moulvibazar
b. Cox's Bazar*
c. Chittagong
d.Sylhe

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ঝর্ণা	অবস্থান
উষ্ণ পানির ঝর্ণা	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
শীতল পানির ঝর্ণা	হিমছড়ি, কক্সবাজার
শুভলং	রাঙামাটি
নাফাখুম	বান্দরবান
জাদিপাই	বান্দরবান
নাপিত্তাছড়া	মীরসরাই, চট্টগ্রাম
হামহাম	মৌলভীবাজার

15. Elephant point is in-

a. Sundarban
b. Rangamati
c. Cox's Bazar*
d. Teknaf

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পয়েন্ট	অবস্থান
এলিফ্যান্ট পয়েন্ট	কক্সবাজার
জাফর পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে (বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত)
টাইগার পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে (বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত)
হিরণ পয়েন্ট	সুন্দরবনের দক্ষিণে (খুলনা জেলার অন্তর্গত)
জিরো পয়েন্ট	গুলিস্তান, ঢাকা

16. Which union is at the furthest south of Bangladesh.

a. Hatia
b. Saandwip
c. Kuakata
d. Saintmartin*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সেন্টমার্টিন হলো বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটির অবস্থান– টেকনাফ, কক্সবাজার।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটি অবস্থিত– নাফ নদীর মোহনায়।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটির অপর নাম– নারিকেল জিঞ্জিরা।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটির আয়তন– ৮ বর্গ কি.মি.।
- সমুদ্র সমতল থেকে দ্বীপটির উচ্চতা– ৩.৬ মিটার।
- বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ– সেন্টমার্টিন।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটির দক্ষিণ অংশের নাম– ছেঁড়াদ্বীপ।

your success benchmark

- সেন্টমার্টিন দ্বীপের গেটওয়ে হলো– টেকনাফ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটিতে পাওয়া যায় -'অলিভ টারটল' ও কালো সোনা প্রভৃতি।
- বাংলাদেশের এক্সক্লুসিভ টুরিস্ট জোন হিসাবে গড়ে তোলা হবে– সেন্টমার্টিন দ্বীপটিকে।

17. Who is the Second Woman Everest winner of Bangladesh?

a. Nishat Majumdar
b. Shirin Sultana
c. Tanzina Nishat
d. Wasfia Nazreen*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এভারেস্ট জয়ী	তারিখ	তথ্য
মুসা ইব্রাহীম, লালমনিরহাট	২৩ মে, ২০১০	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি
এম এ মুহিত, ভোলা	২১ মে, ২০১১	দ্বিতীয় পুরুষ, দ্বিতীয় বাংলাদেশি এভারেস্ট বিজয়ী। দুই বার এভারেস্ট বিজয়ী
নিশাত মজুমদার, লক্ষ্মীপুর	১৯ মে, ২০১২	এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম নারী, তৃতীয় বাংলাদেশি
ওয়াসফিয়া নাজরীন, ফেনী	২৬ মে, ২০১২	এভারেস্ট বিজয়ী চতুর্থ বাংলাদেশি ও দ্বিতীয় নারী। একমাত্র সেভেন সামিট জয়কারী বাংলাদেশি

18. Which one is the widest river in Bangladesh?

a. Meghna*
b. Halda
c. Atrai
d. Karnafuli

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী- পদ্মা।
- বাংলাদেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা- ১০০৮টি।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী	পদ্মা
বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী	মেঘনা
বাংলাদেশের গভীরতম নদী	মেঘনা
পশ্চিমাঞ্চলের লাইফ লাইন	গড়াই নদী
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম নদী	গোবরা, পঞ্চগড়
বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী
বাংলাদেশের চরের সংখ্যা বেশি	যমুনা নদীতে
চট্টগ্রামের দুঃখ	চাকতাই খাল
খাগড়াছড়ির দুঃখ	চেঙ্গি নদী
বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী নদী	কুলিখ
বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে এসেছে	আত্রাই, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, মহানন্দা
বাংলাদেশে উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী	হালদা (উৎপত্তি খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত থেকে এবং সমাপ্তি কালুরঘাট, চট্টগ্রামে)

তথ্যসূত্র: জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

19. The Brahmaputra River originated from-

a. Himalayan Peak
b. Alps
c. The Ganges River
d. Mansarovar Lake*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থল	হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর হ্রদ থেকে
ব্রহ্মপুত্র নদের মোট দৈর্ঘ্য	২৮৫০ কি.মি.
ব্রহ্মপুত্র নদটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার নদীর মিলিত স্থান	চিলমারী, কুড়িগ্রাম
ব্রহ্মপুত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা মিলিত হয়েছে	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা মিলিত হয়েছে	ভৈরববাজার, কিশোরগঞ্জ
ব্রহ্মপুত্র নদটি যে সব দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে	চীন, নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশ
ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বনাম নাম	লৌহিত্য
ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদী	যমুনা, বংশী, শীতলক্ষ্যা
ব্রহ্মপুত্র নদের উপনদী	তিস্তা, ধরলা
ব্রহ্মপুত্র নদের তিব্বতীয় নাম	সাঙপো
ব্রহ্মপুত্র নদের ভারতীয় নাম	ডিহি বা ডিহং

20. What is the product of the year 2023?

a. Medicine products.
b. Leather and leather goods' products.
c. ICT products.
d. Jute products.*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ২০২৩ সালের বর্ষপণ্য হলো পাটজাত পণ্য।
- ২০২২ সালের বর্ষপণ্য হলো আইসিটি পণ্য বা সেবা।
- পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় (প্রথম-ভারত)।
- পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।
- পাট আমদানিতে প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।
- আর্ন্তজাতিক পাট সংস্থা গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে।

21। 'বর্তমানে হু হু করে বাজারে জিনিসের দাম বাড়ছে'– এখানে 'হু হু' কোন পদ?

(ক) ক্রিয়া পদ
(খ) বিশেষণ পদ
(গ) বিশেষ্য পদ
(ঘ) অব্যয় পদ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উল্লিখিত বাক্যটি তে **'হু হু'** অনুকার অব্যয়ের দৃষ্টান্ত।

- যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটায় তাকে অব্যয় বলে।
- যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধনাত্মক অব্যয় বলে। এর অন্যান্য কিছু উদাহরণ হলো:
  * কড় কড় (বজ্রের ধ্বনি)
  * গুড় গুড় (মেঘের গর্জন)
  * গর গর (সিংহের গর্জন)
  * চিঁহি চিঁহি (ঘোড়ার ডাক)
  * শন শন (বাতাসের গতি)
  * ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতবাচক)
  * খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

22। **কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে?**

(ক) এখন গোল্লায় যাও
(খ) মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে
(গ) এখন যেতে পারো*
(ঘ) আমরা তাজমহল দর্শন করলাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একটি সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমনঃ **এখন যেতে পারো**
- এখানে 'যেতে' অসমাপিকা এবং 'পারো' সমাপিকা ক্রিয়া।
- যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ হলো:
  * সাইরেন বেজে উঠল
  * ঘটনাটা শুনে রাখ
  * তিনি বলতে লাগলেন
- অপরদিকে, 'এখন গোল্লায় যাও', 'মাথা ঝিম ঝিম করছে' এবং 'আমরা তাজমহল দর্শন করলাম' এগুলো মিশ্র ক্রিয়ার উদাহরণ।
- বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বণাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা, কাট্, ছাড় প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে। যেমন: তোমাকে দেখে প্রীত হলাম।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

23। **'স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো'– বাক্যটি কোন ধরনের অনুজ্ঞা?**

(ক) উপদেশাত্মক*
(খ) আদেশাত্মক
(গ) নিদের্শাত্মক
(ঘ) অনুরোধসূচক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখো' বাক্যটি **উপদেশাত্মক** অনুজ্ঞার উদাহরণ।
- আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ, ইত্যাদি সূচিত হলো ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা ভাব হয়। যেমন:
  * চুপ কর (আদেশাত্মক)
  * মিথ্যা বলবে না (নিষেধাত্মক)
  * আপনারা আসবেন (অনুরোধসূচক)
  * মন দিয়ে পড় (উপদেশাত্মক)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

24। **নিচের কোন বাক্যে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে?**

(ক) বেশ তো আমি যাব
(খ) না! এ কষ্ট অসহ্য
(গ) ছি ছি, তুমি এত নীচ! *
(ঘ) আপনি তো ঠিকই বলেছেন

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- '**ছি ছি, তুমি এত নীচ!**' বাক্যে বিরক্তি বা ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। এটি অনন্বয়ী অব্যয়ের উদাহরণ।
- যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সাথে কোনো সাথে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন:
  * বেশ তো আমি যাব (অনুমোদনবাচকতায়)
  * হ্যাঁ, আমি যাব (স্বীকৃতি জ্ঞাপনে)
  * আপনি তো ঠিকই বলেছেন (সমর্থনসূচক জবাবে)
  * মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ! (উচ্ছ্বাস প্রকাশে)
  * ছি ছি, তুমি এত নীচ! (ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে)
  * না! এ কষ্ট অসহ্য (যন্ত্রণা প্রকাশে)
  * আমি আজ আলবত যাব (সম্মতি প্রকাশ)

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

25। **'এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার'। এখানে 'যেন'কোন ধরনের অব্যয়?**

(ক) সমুচ্চয়ী অব্যয়*
(খ) অনন্বয়ী অব্যয়
(গ) অনুকার অব্যয়
(ঘ) অনুসর্গ অব্যয়

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সাথে অন্য বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায় তাকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলে। যেমন: তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, তিনি বিদ্বান অথচ সৎ নন ইত্যাদি।
- 'এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার' বাক্যটি অনুগামী **সমুচ্চয়ী অব্যয়ের** উদাহরণ।
- এখানে 'যেন' শব্দটি সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাদেরকে অনুগামী সমুচ্চায়ী অব্যয় বলে। যেমন: তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

Siddhabari www.success benchmark

26। **সব, সকল, সমুদয় প্রভৃতি কোন ধরনের সর্বনাম?**
(ক) সামীপ্যবাচক সর্বনাম
(খ) সাকল্যবাচক সর্বনাম*
(গ) অন্যদিবাচক সর্বনাম
(ঘ) দুরত্ববাচক সর্বনাম

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাক্যে বিশেষ্যের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে। যেমন: সে, তিনি, আপনি ইত্যাদি।
- সর্বনাম পদ কয়েক প্রকার হয়। যথাঃ
  * **সাকল্যবাচক সর্বনাম হলো**: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
  * ব্যাক্তিবাচক সর্বয়ানামঃ আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা ইত্যাদি।
  * আত্মবাচক সর্বনামঃ স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি ইত্যাদি।
  * অন্যদিবাচক সর্বনাম হলো: অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।
  * দুরত্ববাচক সর্বনামের উদাহরণ হলো: ঐ, ঐসব প্রভৃতি।
  * সামীপ্যবাচক সর্বনামঃ এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যা।
  * ব্যাতিহার সর্বনামঃ আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে ইত্যাদি।
  * প্রশ্নবাচকঃ কে, কী, কাহার। কোন, কিসে ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

27। **নিচের কোনটি বিশেষণের অতিশায়নের দৃষ্টান্ত–**
(ক) পরে একবার এসে
(খ) রকেট অতি দ্রুত চলে
(গ) মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী*
(ঘ) সামান্য একটু দুধ খাও

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে তাকে বিশেষণের অতিশায়ন করে। যেমন: **মেঘনা বাংলাদেশের <u>দীর্ঘতম</u> নদী।** এখানে দীর্ঘতম শব্দটি দ্বারা তুলনা বুঝানো হয়েছে। এরূপঃ
  * অশ্ব হস্তী অপেক্ষা <u>অধিকতর</u> সুশ্রী।
  * এ মাটি <u>সোনার</u> বাড়া।
- অপরদিকে, <u>পরে</u> একবার এসে ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ।
- রকেট <u>অতি</u> দ্রুত বলে এবং <u>সামান্য</u> একটু দুধ খাও হলো বিশেষণীয় বিশেষণ।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

28। **'রকেট অতি দ্রুত চলে' এখানে 'অতি' কোন ধরনের বিশেষণ?**
(ক) বিশেষণীয় বিশেষণ*
(খ) ভাব বিশেষণ
(গ) অব্যয়ের বিশেষণ
(ঘ) বাক্যের বিশেষণ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন: **রকেট <u>অতি</u> দ্রুত চলে**, এ ব্যাপারে সে <u>অতিশয়</u> দুঃখিত, <u>সামান্য</u> একটু দুধ খাও ইত্যাদি।
- অপরদিকে, যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাই-ভাব বিশেষণ। যেমনঃ টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।
- যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন: <u>ঠিক</u> তারে, <u>শত ঠিক</u> নির্লজ্জ যে জন।
- কখনো কখনো কোন বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে যাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন: <u>দুর্ভগ্যক্রমে</u> দেশ আজ নানা সমস্যার জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র: তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

29। **গু ণবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?**
(ক) নীল আকাশ
(খ) কালো মেঘ
(গ) তাজা মাছ
(ঘ) ঠাণ্ডা হাওয়া*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গুণবাচক বিশেষণ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাধারণ গুণকে নির্দেশ করে। যেমন: **ঠাণ্ডা হাওয়া**, চৌকস লোক, দক্ষ-কারিগর প্রভৃতি।
- এখানে ঠাণ্ডা শব্দটি দ্বারা হাওয়ার গুন বোঝানো হয়েছে। এটি নাম বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত।
- অপরদিকে, 'নীল আকাশ' এবং 'কালো মেঘ' হলো রূপবাচক বিশেষণ। নীল হলো আকাশের এবং কালো হলো মেঘের সাধারণ রূপ।
- 'তাজা মাছ' অবস্থাবাচক বিশেষণ। এখানে তাজা মাছ বলতে মাছের তাজা অবস্থাকে বোঝায়।
- নাম বিশেষণের অন্যান্য উদাহরণ হলো:
  * সংখ্যাবাচক: হাজার লোক, দশ টাকা
  * ক্রমবাচক: দশম শ্রেণি, প্রথম বই
  * পরিমাণবাচক: পাঁচ শতাংশ ভূমি, বিঘাটেক জমি
  * অংশবাচক: অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

30। **বিশেষ্য পদ কত প্রকার?**
(ক) চার প্রকার
(খ) পাঁচ প্রকার
(গ) ছয় প্রকার*
(ঘ) সাত প্রকার

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোনো কিছুর নামকে বিশেষপদ বলে। যেমন: করিম, ঢাকা, নদী, হিমালয়, সরলতা, ভোজন ইত্যাদি।
- বিশেষ্য পদ **ছয় প্রকার**। যথাঃ
  ১. নাম-বিশেষ্য: কোন কিছুর সুনির্দিষ্ট নামকে বোঝায় । যেমন: সজল, ঢাকা, জানুয়ারি, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি।

vidyabari your success benchmark

২. জাতি-বিশেষ্য: যে পদ দ্বারা কোন প্রাণি বা বস্তুর সাধারণ নামকে বোঝায় তাকে জাতি বিশেষ্য বলে। যেমন: মানুষ, ফুল, নদী, পর্বত ইত্যাদি।

৩. সমষ্টি বাচক-বিশেষ্য: যে বিশেষ ব্যক্তি বা প্রাণির সমষ্টিকে নির্দেশ করে তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: পরিবার, বাহিনী, মিছিল, জনতা প্রভৃতি।

৪. গুণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।

৫. বস্তুবাচক বিশেষ্য: যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: বই, কলশ, মাটি, পানি, চাল, চিনি ইত্যাদি।

৬. ভাববাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ) ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম) শ্রেণি (নতুন সংস্করণ)।

31। নিচের কোনটি জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত?

(ক) সমাজ
(খ) তারুণ্য
(গ) মিছিল
(ঘ) মানুষ*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন নির্দিষ্ট নামকে নাম বুঝিয়ে প্রাণী ও অপ্রানীর সাধারণ নামকে বুঝালে তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। এটি সাধারণ-বিশেষ্য নামেও পরিচিত। যেমন: গাছ।
- এখানে মানুষ বলতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বুঝায়।
- এরূপ গাছ, পাখি, নদী, পর্বত প্রভৃতি জাতিবাচক বিশেষ্য।
- অপরদিকে, সমাজ এবং মিছিল হলো সমষ্টি বিশেষ্যের উদাহরণ। সমষ্টি-বিশেষ্য বলতে কোন ব্যক্তি বা প্রাণির সমষ্টিকে বোঝায়। যেমন: পরিবার, ঝাঁক, বাহিনী, পঞ্চায়েত প্রভৃতি।
- তারুণ্য হলো গুণ-বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত। যে বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুর দোষ, গুণ বা অবস্থা বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: মধুর, সরলতা, তরল্য প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

32। নিচের কোনটি গুণবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ?

(ক) নির্জলা
(খ) চলন্ত
(গ) দুঃখ*
(ঘ) অপহৃত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুর দোষ, গুন বা অবস্থা বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: **দুঃখ**, গুরুত্ব, সৌরভ, যৌবন, মধুবতী, সুখ প্রভৃতি।
- অপরদিকে, চলন্ত, নির্জলা এবং অপহৃত শব্দগুলো বিশেষণ পদের উদাহরণ।
- যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: নীল আকাশ, দশ টাকা, তাজা মাছ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

33। 'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ নয় কোনটি?

(ক) ঋজু*
(খ) বক্র
(গ) জটিল
(ঘ) কুটিল

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সরল শব্দের বিপরীত শব্দ হলো জটিল, বক্র, কুটিল, কপট প্রভৃতি।
- অপরদিকে, সরল এর সমার্থক শব্দ হলো **ঋজু**, সহজ, অকুটিল, অকপট, সাদাসিধা প্রভৃতি।
- 'সরল' একটি বিশেষণ পদ।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

34। নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) হৃষ্ট-পুষ্ট
(খ) উত্তম-মধ্যম
(গ) রুক্ষ-শুষ্ক
(ঘ) সমষ্টি-ব্যষ্টি*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শুদ্ধ বিপরীত শব্দযুগল হলো **সমষ্টি-ব্যষ্টি।**
- সমষ্টি শব্দের অর্থ হলো মোট, সাকল্য বা যোগফল।
- অপরদিকে, হৃষ্ট এবং পুষ্ট সমার্থক শব্দ, এর বিপরীত শব্দ হলো অপুষ্ট।
- উত্তম-মধ্যম একটি বাগধারা যা প্রহার অর্থে ব্যবহৃত হয়। উত্তম এর বিপরীত শব্দ হলো অধম।
- রুক্ষ এবং শুষ্ক একই অর্থ প্রকাশ করে। এর বিপরীত হলো সিক্ত, ভেজা প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ) ।

35। সান্ত এর বিপরীত শব্দ–

(ক) অসান্ত
(খ) অনন্ত*
(গ) অশান্ত
(ঘ) শিষ্ট

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সান্ত শব্দের বিপরীত অর্থ হলো **অনন্ত** বা অন্তহীন।
- সান্ত অর্থ সসীম বা সীমিত। আর অনন্ত অর্থ হলো অসীম।
- অপরদিকে, অশান্ত অর্থ দুরন্ত, অস্থির, চঞ্চল, প্রভৃতি যার বিপরীত শব্দ হলো শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

36। সুপ্ত শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) মুক্ত
(খ) প্রকাশ্য*
(গ) বদ্ধ

bidabari your success benchmark

(ঘ) গুপ্ত

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সুপ্ত শব্দের বিপরীত অর্থ হলো **প্রকাশ্য**, জাগ্রত, প্রভৃতি।
- সুপ্ত শব্দের অর্থ গোপনীয়, গুপ্ত, নিদ্রিত ইত্যাদি।
- অপরদিকে, মুক্ত শব্দের অর্থ হলো, স্বাধীন, খালাস, খোলা প্রভৃতি।
- এর বিপরীত অর্থ রুদ্ধ, অবরুদ্ধ, বদ্ধ, বন্দী, আটক, বন্ধ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

37। নিচের কোনটি ভিন্ন?

(ক) ধবল

(খ) অসিত*

(গ) শুক্ল

(ঘ) সফেদ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অসিত অর্থ হলো সাদা নয় অর্থ্যাৎ কালো। এটি সাদার বিপরীত শব্দ।
- কালোর অন্যান্য প্রতিশব্দ হলো: কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাম, শ্যামল প্রভৃতি।
- অপরদিকে, ধবল, শুক্ল, সফেদ হলো 'সাদা' এর প্রতিশব্দ। এরূপ শ্বেত, শুভ্র, শুচি, সিত ইত্যাদি হলো সাদা এর সমার্থক শব্দ।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

38। নিচের কোন বিপরীত শব্দযুগল অশুদ্ধ?

(ক) স্বপ্ন-বাস্তব

(খ) উত্তম-অধম

(গ) খাতক-মহাজন

(ঘ) সিক্ত-রিক্ত*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- **সিক্ত-রিক্ত** বিপরীত শব্দযুগল শুদ্ধ নয়।
- সিক্ত এর বিপরীত শব্দ হলো শুষ্ক। এর অর্থ হলো ভিজা বা আর্দ্র।
- রিক্ত শব্দের অর্থ শূন্য। এর বিপরীত অর্থ হলো পূর্ণ।
- অপরদিকে, স্বপ্ন-বাস্তব, উত্তম-অধম, খাতক-মহাজন বিপরীত শব্দযুগল শুদ্ধ।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

39। 'দিবস' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) তামস

(খ) অন্ধকার

(গ) শর্বরী*

(ঘ) উর্বর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দিবস শব্দের বিপরীত শব্দ হলো **শর্বরী**।
- দিবস শব্দটির সমার্থক শব্দ হলো দিন, দিবা, দিবস, অহ্ন, অহন, অষ্টপ্রহর অযামিনী, তমসতাড়িনী ইত্যাদি।
- শর্বরী অর্থ হলো রাত। এর কিছু সমার্থক শব্দ হলো নিশি, নিশীথ, যামিনী, রজনী প্রভৃতি।
- অপরদিকে, তামস শব্দের অর্থ হলো অন্ধকার, আঁধার, তমসা, তম, তমঃ, তিমির, তমিস্র, তমসা, নিরালোক, অমা, অনামিশা, শর্বর, নভাক ইত্যাদি।
- তামস এর বিপরীত অর্থ হলো আলো, আলোক, কিরণ, দীপ্তি, জ্যোতি ইত্যাদি।
- উর্বর এর বিপরীত হলো উষর।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

40। স্থূল শব্দের বিপরীত শব্দ কী?

(ক) তীক্ষ্ণ*

(খ) সংহত

(খ) সৌম্য

(ঘ) সত্বর

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- স্থূল এর বিপরীত শব্দ হলো **তীক্ষ্ণ**, সূক্ষ্ম, কৃশ ইত্যাদি।
- এর অর্থ হলো মোটা, অতীক্ষ্ণ বা অসূক্ষ্ম।
- অপরদিকে, সংহত এর বিপরীত হলো অসংহত, বিভক্ত, খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, পৃথক প্রর্ভৃতি। সংহত অর্থ মিলিত বা সংযুক্ত, সঙ্ঘবদ্ধ; ঘনীভূত, জমাট; সুদৃঢ় ইত্যাদি।
- সৌম্য এর বিপরীত শব্দ হলো উগ্র বা করাল। সৌম্য অর্থ হলো শান্ত ও সুন্দর।
- সত্বর এর বিপরীত শব্দ হলো মন্থর, ধীর বা অত্বর। সত্বর অর্থ শীঘ্র, অবিলম্বে, ত্বরায়, তাড়াতাড়ি, জলদি ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র: প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি (ড. হায়াৎ মামুদ)।

Bidabari your success benchmark